বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

২০১৩-২০১৪

প্রথম খণ্ড

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)
(বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়)

অর্থ বছর ঃ ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নং
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন		১ (ক)
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য		২ (খ)
৩.	প্রথম অধ্যায়		৫
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ		৭
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য		৮
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু		৯
৭.	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ		৯
৮.	অডিটের সুপারিশ		৯
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়		১১
	অনুচ্ছেদ নং ও আপত্তির শিরোনাম		
১০.	অনুচ্ছেদ-১ঃ	হোটেল নির্মাণ কাজের জন্য ভূমি ইজারা গ্রহণকারীর নিকট হতে চুক্তির শর্তানুযায়ী ইজারা মূল্য সুদ সমেত আদায় না করায় ৯৩,৫৯,১১৪.৫৮ মার্কিন ডলার অনাদায়ী।	১৩
১১.	অনুচ্ছেদ-২ঃ	বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট এম্বারকেশন ফি, অবতরণ ফি, এ্যারোনটিক্যাল ও নন-এ্যারোনটিক্যাল ফি, বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ, ওভার ফ্লাইং চার্জ ও সারচার্জ বাবদ ২০৭,২১,৬৩,৭৫৯ টাকা ও ১,৩৪,৬১,৮৩৬.০৮ মার্কিন ডলার অনাদায়ী।	১৪-১৫
১২.	অনুচ্ছেদ-৩ঃ	বিভিন্ন সংস্থার নিকট বিমানবন্দরের জায়গা বা স্পেস ভাড়া বাবদ ২,২৫,৬৪,৯৮৭ টাকা অনাদায়ী।	১৬-১৭
১৩.	অনুচ্ছেদ-৪ঃ	আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ১,৪০,২৭,০৫২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	১৮-১৯
১৪.	অনুচ্ছেদ-৫ঃ	দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে ধারাবাহিকভাবে ৩ বছর শুধুমাত্র ১০% মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ইজারা প্রদান করায় ৬৩,২২,৫৭,৭৮৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	২০-২২
১৫.	অনুচ্ছেদ-৬ঃ	বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট রুট নেভিগেশন চার্জ বাবদ ১১,৬৩,৪৮০ মার্কিন ডলার বকেয়া।	২৩
১৬.	অনুচ্ছেদ-৭ঃ	বিলুপ্ত ব্যাংকের দায়িত্ব গ্রহণকারী বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট হতে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতার দরুন ৬,০০,০৫,২০০ টাকা ক্ষতি।	২৪
১৭.	অনুচ্ছেদ-৮ঃ	এক কোটি বা তদুর্ধ্ব কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে এবং পত্রিকায় প্রকাশ/প্রচার ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে চুক্তি সম্পাদন/কার্যাদেশ প্রদান।	২৫

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ২৩ মাঘ/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
০৫/০২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এর ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরসমূহের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সামগ্রিক লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ও ত্রুটি বিচ্যুতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। কাজেই সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক আর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে বর্তমান রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক অব্যাহত রাজস্ব ক্ষতির হাত থেকে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

(নূরুন নাহার)

মহাপরিচালক

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ঃ ১৭ মাঘ/১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৩০/০১/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	হোটেল নির্মাণ কাজের জন্য ভূমি ইজারা গ্রহণকারীর নিকট হতে চুক্তির শর্তানুয়ায়ী ইজারা মূল্য সুদ সমেত আদায় না করায় অনাদায়ী।	৯৩,৫৯,১১৪.৫৮ মার্কিন ডলার
২.	বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট এম্বারকেশন ফি, অবতরণ ফি, এ্যারোনটিক্যাল ও নন-এ্যারোনটিক্যাল ফি, বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ, ওভার ফ্লাইং চার্জ ও সারচার্জ বাবদ ২০৭,২১,৬৩,৭৫৯ টাকা ও ১,৩৪,৬১,৮৩৬.০৮ মার্কিন ডলার অনাদায়ী।	২০৭,২১,৬৩,৭৫৯ টাকা ও ১,৩৪,৬১,৮৩৬.০৮ মাকিন ডলার
৩.	বিভিন্ন সংস্থার নিকট বিমানবন্দরের জায়গা বা স্পেস ভাড়া বাবদ অনাদায়ী।	২,২৫,৬৪,৯৮৭ টাকা
৪.	আয়কর ও ভ্যাট বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	১,৪০,২৭,০৫২ টাকা
৫.	দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে ধারাবাহিকভাবে ৩ বছর শুধুমাত্র ১০% মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ইজারা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	৬৩,২২,৫৭,৭৮৩ টাকা
৬.	বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট রুট নেভিগেশন চার্জ বাবদ মার্কিন ডলার বকেয়া।	১১,৬৩,৪৮০ মার্কিন ডলার
৭.	বিলুপ্ত ব্যাংকের দায়িত্ব গ্রহণকারী বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট হতে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতার দরুণ ক্ষতি।	৬,০০,০৫,২০০ টাকা
৮.	এক কোটি বা তদুর্ধ্ব কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে এবং পত্রিকায় প্রকাশ/প্রচার ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে চুক্তি সম্পাদন/কার্যাদেশ প্রদান।	-----
৯.	সর্বমোট= দেশীয় টাকা মার্কিন ডলার	২৮০,১০,১৮,৭৮১ ২,৩৯,৮৪,৪৩০.৬৬

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর ঃ ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত ইউনিট, নিরীক্ষার অর্থ বছর ও নিরীক্ষার সময় ঃ

চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।	২০১১-১২ ও ২০১২-১৩	১২-২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৯-২-২০১৩ খ্রিঃ ও ১২-২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৯-২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত
নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল বিভাগ-৩, বেবিচক, কুর্মিটোলা, ঢাকা।	২০১২-১৩	৩-২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১১-২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত
পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, বেবিচক, ঢাকা।	২০১১-১২ ও ২০১২-১৩	২০-২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩-৩-২০১৩ খ্রিঃ ও ২৪-৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১০-৪-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত।
ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট।	২০১১-১২ ও ২০১২-১৩	৩-৪-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৯-৪-২০১৩ খ্রিঃ ও ৩-৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১০-৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত।
ব্যবস্থাপক, শাহ্ আমানত বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম।	২০১১-১২	১১-৩-২০১৩ খ্রি হতে ১৮-৩-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।
ব্যবস্থাপক, যশোর বিমান বন্দর, যশোর।	২০১২-১৩	২২-৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১-৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত।
ব্যবস্থাপক, কক্সবাজার বিমান বন্দর, কক্সবাজার।	২০১১-১২	৯-৩-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৪-৩-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।

নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ চাহিদাপত্র ইস্যুকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি লংঘন করে ব্যয় করা।
- যথাযথভাবে সরকারের রাজস্ব আদায় না করা।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণে দায়িত্বশীলতার অভাব।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ ২০০৮এর প্রবিধানমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

অডিটের সুপারিশ

- রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ পরিপালনে কর্তৃপক্ষের কার্যকরী তদারকি নিশ্চিত করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারি বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ ২০০৮ এর প্রবিধানমালা অনুসরণ করা।
- সরকারি রাজস্ব আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ -০১

শিরোনাম	ঃ	হোটেল নির্মাণ কাজের জন্য ভূমি ইজারা গ্রহণকারীর নিকট হতে চুক্তির শর্তানুয়ায়ী ইজারা মূল্য সুদ সমেত আদায় না করায় ৯৩,৫৯,১১৪.৫৮ মার্কিন ডলার অনাদায়ী।
বিবরণ		• চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ১২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৯-০২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ভূমি ইজারা সংক্রান্ত নথি নং-৩৩৪ (অংশ) এবং রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকায় ১টি পাঁচ তারকা এবং একটি তিন তারকা হোটেল, গলফ ক্লাব ও কান্ট্রি ক্লাব নির্মাণের জন্য মেসার্স ইপকো ইন্টারন্যাশনাল লিঃ সাথে ১৪৪.৭৩ একর ভূমি বাৎসরিক যথাক্রমে ১,৭৫,০০০ ইউ এস ডলার, ৫০,০০০ ইউ এস ডলার এবং ১,০০,০০০ ইউ এস ডলার, ইজারা মূল্যে ২৯-০৬-২০০০ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তিপত্রের ২.১ নং শর্তে উল্লেখ রয়েছে যে, পাঁচ তারকা হোটেল, তিন তারকা হোটেল এবং গলফ কোর্স ও কান্ট্রি ক্লাব নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের প্রতিবছরের ইজারা মূল্য যথাক্রমে ১,৭৫,০০০ ইউ এস ডলার, ৫০,০০০ হাজার ইউ এস ডলার, ১,০০,০০০ ইউ এস ডলার হিসাবে ইজারা গ্রহীতা বার্ষিক ইজারা মূল্য বাবদ সর্বমোট (১,৭৫,০০০+৫০,০০০+১,০০,০০০) = ৩,২৫,০০০ ইউ এস ডলার পরিশোধ করবেন এবং প্রতি দশ বছর পর ইজারা মূল্য ৫% বৃদ্ধি পাবে। সে মোতাবেক ২৯-৬-২০০০ খ্রিঃ হতে ২৮-৬-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত তের বছরের মোট ইজারা মূল্য = (৩,২৫,০০০×১০) + (৩,২৫,০০০+ ৩,২৫,০০০×৫%)×৩ = ৪২,৭৩,৭৫০ ইউ এস ডলার। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ২৯-০৬-২০০০ খ্রিঃ হতে ২৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সুদসহ ইজারা বাবদ ৪৩,৭৯,১১৪.৫৮ মার্কিন ডলার এবং লিকুইডিটি ড্যামেজ বাবদ ৪৯,৮০,০০০ মার্কিন ডলার সর্বমোট (৪৩,৭৯,১১৪.৫৮+৪৯,৮০,০০০) = ৯৩,৫৯,১১৪.৫৮ মার্কিন ডলার অনাদায়ী রয়েছে। [পরিশিষ্ট-১]। • বেবিচকের পত্র নং সিএএবি ইস্টাব/এম-২৬১/২০১২/২৯৯০, তারিখ-৬-৫-২০১৩ খ্রিঃ এর সাথে সংযুক্ত প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরণীতে ইপকো ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এর নিকট ২৯-৬-২০০০ খ্রিঃ হতে ২৮-৬-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত লীজ রেন্ট, ইন্টারেস্ট ও লিকুইডিটি ড্যামেজ বাবদ৯৩,৫৯,১১৪.৫৮ মার্কিন ডলার বকেয়ার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। • সিপিডব্লিউ "এ' কোডের অনুচ্ছেদ ১৭৭ (এ) মোতাবেক রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতার জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তাই দায়ী এবং সব রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বকেয়া আদায়ের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। • এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাওনা আদায়ের জন্য বিভাগীয়ভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং সরকারের ৯৩,৫৯,১১৪.৫৮ মার্কিন ডলার অনাদায়ী রয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তী জবাব দেয়া হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য		• জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা দীর্ঘ দিন যাবৎ ইজারা গ্রহণকারীর নিকট হতে পাওনা আদায় না করায় কর্তৃপক্ষের একদিকে যেমন আর্থিক ক্ষতি হয়েছে অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের ভূমি ইজারা দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বকেয়া রাজস্ব আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়নি।
	ঃ	• উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৩-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে আর কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• জড়িত অর্থ আদায়সহ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকারের বকেয়া রাজস্ব যথাযথ খাতে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০২

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট এম্বারকেশন ফি, অবতরণ ফি, এ্যারোনটিক্যাল ও নন-এ্যারোনটিক্যাল ফি, বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ, ওভার ফ্লাইং চার্জ ও সারচার্জ বাবদ ২০৭,২১,৬৩,৭৫৯ টাকা ও ১,৩৪,৬১,৮৩৬.০৮ মার্কিন ডলার অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

- (ক) ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব যথাক্রমে ০৩-০৪-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৯-০৪-২০১৩ খ্রিঃ এবং ০৩-০৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিল রেজিস্টার, আদায় রেজিস্টার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২টি এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ বিমান ও ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ (বিডি লিঃ) এর নিকট অবতরণ ফি, বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ ও এম্বারকেশন ফি বাবদ মোট ২,০৪,১০,২৬৩ টাকা এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট এম্বারকেশন ফি বাবদ ২,৪৭,৩৭৫ টাকা, অবতরণ ফি ও বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ বাবদ ৮৭,৭০,০৯৮ টাকা এবং সারচার্জ বাবদ ৫৩,৭২,২৮০ টাকা এবং ৭,১৩,০১৮ মার্কিন ডলার অনাদায়ী রয়েছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে মোট (২,০৪,১০,২৬৩+ ২,৪৭,৩৭৫+ ৮৭,৭০,০৯৮+৫৩,৭২,২৮০) = ৩,৪৮,০০,০১৬ টাকা ও ৭,১৩,০১৮ মার্কিন ডলার অনাদায়ী রয়েছে **[পরিশিষ্ট-২(১-১০)]**।

  (খ) ব্যবস্থাপক, যশোর বিমানবন্দর যশোর কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১-০৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে এম্বারকেশন ফি ও অবতরণ ফি আদায় সংক্রান্ত রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২টি এয়ারলাইন্স ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ ও রিজেন্ট এয়ারওয়েজের নিকট এম্বারকেশন ফি ৭,৬১,০০০ টাকা, অবতরণ ফি ও সারচার্জ বাবদ ২৯,৭২,৭১৬ টাকা। এক্ষেত্রে মোট (৭,৬১,০০০ +২৯,৭২,৭১৬) = ৩৭, ৩৩,৭১৬ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। **[পরিশিষ্ট-২(১১-১৪)]**।

  (গ) পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বেবিচক, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব যথাক্রমে ২০-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ এবং ২৪-০৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১০-০৪-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন চার্জ বাবদ বকেয়া পাওনার হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নিকট অবতরণ ফি ও বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ বাবদ ৮৩,৬১,১৩৮ মার্কিন ডলার এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২টি এয়ারলাইন্সের নিকট এম্বারকেশন ফি বাবদ ৪,০১,৮৯,৫৫০ টাকা এবং ১টি এয়ারলাইন্সের নিকট অবতরণ ফি বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ বাবদ ১১,৬৩,০০৭ মার্কিন ডলার এবং ৮টি এয়ারলাইন্স নিকট ওভার ফ্লাইং চার্জ বাবদ ১৩,১৫,৫৯০ মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে মোট অনাদায়ীর পরিমাণ ৪,০১,৮৯,৫৫০ টাকা এবং (৮৩,৬১,১৩৮+১১,৬৩,০০৭+১৩,১৫,৫৯০) = ১,০৮,৩৯,৭৩৫ মার্কিন ডলার **[পরিশিষ্ট-২(১৫-১৮)]**।

  (ঘ) ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের হিসাব ১১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৮-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের আন্তর্জাতিক ল্যান্ডিং চার্জ, বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ, অভ্যন্তরীন ল্যান্ডিং চার্জ সংক্রান্ত রেজিস্টার ও নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে জিএমজি এয়ারলাইন্স ও ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের নিকট হতে অবতরণ ফি বাবদ ৫৫,৪১,১০০ টাকা আদায় করা হয়নি। এছাড়া ৩টি এয়ারলাইন্স যথাঃ বাংলাদেশ বিমান, ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ও জিএমজি এয়ারলাইন্সের নিকট হতে অভ্যন্তরীন ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ ২,৭২,৭২,২৪৯ টাকা এবং আন্তর্জাতিক ল্যান্ডিং চার্জ ও বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ বাবদ ১৯,০৯,০৮৩.০৮ মার্কিন ডলার আদায় করা হয়নি। **[পরিশিষ্ট-২(১৯-২১)]**।

- এক্ষেত্রে মোট অনাদায়ীর পরিমাণ (৫৫,৪১,১০০+২,৭২,৭২,২৪৯)=৩,২৮,১৩,৩৪৯ টাকা ও ১৯,০৯,০৮৩.০৮ মার্কিন ডলার।

- (ঙ) ব্যবস্থাপক, কক্সবাজার বিমানবন্দর কক্সবাজার কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের হিসাব ০৯-০৩-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন ফি, চার্জ আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার ও বকেয়া সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট অবতরণ ও পার্কিং চার্জ বাবদ ২৯,৫৯,৮৪৬ টাকা, এম্বারকেশন ফি বাবদ ৫,৩৫,৬২৯ টাকা ও নন-এ্যারোনটিক্যাল ফি বাবদ ২,১৮,২১৬ টাকা অনাদায় রয়েছে।

- এক্ষেত্রে মোট অনাদায়ী (১৯,৬৩,১৫৮+৯,৯৬,৬৮৮+৫,৩৫,৬২৯+২,১৮,২১৬) = ৩৭,১৩,৬৯১ টাকা [পরিশিষ্ট-২ (২২-২৬)]।

- (চ) চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বেবিচক ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের হিসাব ১২-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৯-০২-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে এ্যারোনটিক্যাল ও নন-এ্যারোনটিক্যাল খাতের বকেয়া সংশ্লিষ্ট তথ্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট এ্যারোনটিক্যাল ও নন-এ্যারোনটিক্যাল ফি বাবদ ১৯৫,৬৯,১৩,৪৩৭ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। [পরিশিষ্ট-২(২৭)]।

- এক্ষেত্রে সর্বমোট বকেয়ার পরিমাণ = (৩,৪৮,০০,০১৬+৩৭,৩৩,৭১৬+৪,০১,৮৯,৫৫০+ ৩,২৮,১৩,৩৪৯+ ৩৭,১৩,৬৯১+ ১৯৫,৬৯,১৩,৪৩৭) =২০৭,২১,৬৩,৭৫৯ টাকা এবং (৭,১৩,০১৮+ ১,০৮,৩৯,৭৩৫+ ১৯,০৯,০৮৩.০৮) = ১,৩৪,৬১,৮৩৬.০৮ মর্কিন ডলার।

- দশম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির ২২তম বৈঠকে বিভিন্ন চার্জ ফি অনাদায় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ৬.১.৬ (৪) এ বলা হয়েছে যে, অবতরণ চার্জ, সারচার্জ এবং এম্বারকেশন ফি যথাসময়ে আদায় না করার জন্য দায়ীদের বিষয়ে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে খুঁজেবের করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপভাবে উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত ৬.১.৪ (৫) এ বলা হয়েছে যে, অনাদায়ী পাওনা আদায়ের জন্য বন্ধ এয়ারলাইন্স সমূহের ব্যক্তিগত গ্যারান্টারদের উপর দায় আরোপ করে পাওনা আদায়ের জন্য অনুশাসন প্রদান করা হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- (ক) বকেয়া অর্থ আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। টাকা আদায় করে জবাব প্রদান করা হবে।

- (খ) বকেয়া টাকা আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বকেয়া আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

- (গ) বকেয়া অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

- (ঘ) বকেয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে। টাকা আদায়ের পর প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা হবে।

- (ঙ) নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অফিস কর্তৃপক্ষের। আলোচ্য ক্ষেত্রে বকেয়া আদায় না করায় অফিস কর্তৃপক্ষ দায়ী।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৬-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১০-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৮-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, গত ২০-০৫-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৩-০২-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে আপত্তিকৃত সমুদয় বকেয়া আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব প্রেরণ করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিএএবিকে অনুরোধের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। কিন্তু উক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণক প্রেরণ না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় এ কার্যালয়ের মন্তব্য গত ২১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ থেকে ০১-০৪-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১১-০৫-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৯-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে আর কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা ও মার্কিন ডলার আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করতঃ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৩

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন সংস্থার নিকট বিমানবন্দরের জায়গা বা স্পেস ভাড়া বাবদ ২,২৫,৬৪,৯৮৭ টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

- (ক) পরিচালক, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বেবিচক, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব যথাক্রমে ২০-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ এবং ২৪-০৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১০-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ০৭টি সংস্থার নিকট বিমান বন্দরের জায়গা বা স্পেস ভাড়া বাবদ ৭১,৩৮,১০৬ টাকা এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৫টি সংস্থার নিকট বিমানবন্দরের জায়গা বা স্পেস ভাড়া বাবদ ৫৩,৮৪,৬৭৮ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। [পরিশিষ্ট-৩(১-২)]।

- (খ) ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব যথাক্রমে ০৩-০৪-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৯-০৪-২০১৩ খ্রিঃ ও ০৩-০৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২টি সংস্থা কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন এর নিকট হতে জায়গা (অফিস) ভাড়া বাবদ ২২,৬৩,৬৬৮ টাকা এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট নন-এ্যারোনটিক্যাল ভাড়া বাবদ ৫৩,৬৩,৬৬০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। [পরিশিষ্ট-৩(৩-৪)]।

- (গ) ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের হিসাব ১১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৮-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিমানবন্দরের বিভিন্ন কক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত রেজিস্টার ও নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তিনটি কক্ষ ব্যবহারের জন্য ভাড়া বাবদ ১৫,৫৫,৬৭৫ টাকা ইমিগ্রেশন বিভাগ থেকে আদায় করা হয়নি। [পরিশিষ্ট-৩(৫)]।

- (ঘ) ব্যবস্থাপক, যশোর বিমানবন্দর, যশোর কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ২২-৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১-৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মৌখিকভাবে বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিলবোর্ড ও দোকান ভাড়া সংক্রান্ত কোন রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাদলের নিকট সরবরাহ করেনি। নিরীক্ষাদল দোকান মালিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানতে পারে যে, তালিকায় বর্ণিত ৬টি বিলবোর্ড ও ১৭ টি দোকান ভাড়া বাবদ যে অর্থ আদায় হয় তা বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন দোকান ভাড়া হতে প্রাপ্ত অর্থ কর্মচারীদের কল্যাণার্থে এবং বিলবোর্ড হতে প্রাপ্ত অর্থ মসজিদ ও স্কুলে ব্যয় করা হয়। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কোন আদেশ নির্দেশ দেখাতে সমর্থ হয়নি। এছাড়া অডিটি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষাদলের নিকট বিভিন্ন অজুহাত এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। যেমনঃ স্কুল বন্ধ, মসজিদের ইমাম সাহেব ছুটিতে আছেন ইত্যাদি। সরেজমিনে ও বিভিন্ন সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে দেখা যায় যে, বিলবোর্ড ভাড়া ও দোকান ভাড়া আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় কর্তৃপক্ষ/সরকারের ৮,৫৯,২০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [পরিশিষ্ট-৩(৬-৭)]।

- এক্ষেত্রে ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে চারটি বিমানবন্দরের জায়গা বা স্পেস ভাড়া বাবদ সর্বমোট (৭১,৩৮,১০৬+৫৩,৮৪,৬৭৮+২২,৬৩,৬৬৮+৫৩,৬৩,৬৬০+ ১৫,৫৫,৬৭৫+৮,৫৯,২০০) =২,২৫,৬৪,৯৮৭ টাকা অনাদায়ী। [পরিশিষ্ট-৩ (১-৭)]।

- দশম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির ২২ তম বৈঠকে জায়গা ও কক্ষ ভাড়া সম্পর্কিত কার্য বিবরণীর সিদ্ধান্ত ৬.১.৭ (৫) তে বলা হয়েছে যে, বকেয়া কক্ষ ভাড়া অনধিক ৩ (তিন) মাস এর মধ্যে প্রদান না করলে তাদেরকে কক্ষ থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। ভাড়া চুক্তি নবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজারদর এর সাথে মিল রেখে ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।

- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের অনুচ্ছেদ ১৭৭ (এ) মোতাবেক বিভাগীয় সমস্ত পাওনা আদায়ের জন্য বিভাগীয় প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- (ক) বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য তাগিদপত্র প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। অর্থ আদায় হলে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- (খ) বকেয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আপত্তিকৃত টাকা আদায়/সমন্বয়ের পর প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা হবে।
- (গ) বকেয়া অর্থ আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- (ঘ) অত্র দপ্তরের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরবর্তীতে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। বরাদ্দ গ্রহীতাগণের নিকট বিপুল পরিমান ভাড়া অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও ভাড়া আদায়ের কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১০-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৮-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, গত ০৯-০৪-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৩-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে আপত্তিকৃত সমুদয় বকেয়া আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব প্রেরণ করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিএএবিকে অনুরোধ করা হয় এবং যশোর বিমান বন্দরের বিলবোর্ড ও দোকান ভাড়া আদায় না করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় সিএএবিকে দোকান ও বিলবোর্ড ভাড়া/ইজারার একটি নীতিমালা তৈরী করে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ এবং বিলবোর্ডের জন্য ভাড়ার হার নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করতঃ প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু জবাবের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক অদ্যাবধি এ কার্যালয়ে প্রেরণ না করায় সিএএবি'র জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নয় মর্মে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০১-০৪-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০২-২০১৫ খ্রিঃ ও ০৯-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে আর কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বকেয়া টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।
- দশম জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২২তম বৈঠকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার উপর ইস্যুভিত্তিক অডিট রিপোর্ট ২০০৯-২০১০ এর অনুচ্ছেদ নম্বর ৮ এ কক্ষ ভাড়া সম্পর্কিত কার্য বিবরণীর সিদ্ধান্ত নং-৬.১.৭ (৫) মোতাবেক বকেয়া কক্ষ ভাড়া অনধিক ৩ (তিন) মাস এর মধ্যে প্রদান না করলে তাদেরকে কক্ষ থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। ভাড়া চুক্তি নবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজারদর এর সাথে মিল রেখে ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ -০৪

শিরোনাম ঃ **আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ১,৪০,২৭,০৫২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।**

বিবরণ ঃ

- (ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল বিভাগ-৩, বেবিচক, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ০৩-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১০-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, আয়কর বাবদ ২৯,৯৮,৫৯৫ টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ৪২,৪৪,২৭৫ টাকা মোট (২৯,৯৮,৫৯৫+৪২,৪৪,২৭৫) =৭২,৪২,৮৭০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। [পরিশিষ্ট-৪ (১)]।

- (খ) চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ১২-০২-২০১৪ হতে ১৯-০২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বেবিচক এর পরামর্শকদের ব্যাংক এ্যাডভাইজ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত পরামর্শকদের মাসিক ফি হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ধারা ৫২ (এ) মোতাবেক ১০% উৎসে আয়কর এবং সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩ তাং-৬-৬-২০১৩ খ্রিঃ মোতাবেক ১৫% ভ্যাট কর্তনের বিধান থাকলেও শুধুমাত্র ৫% আয়কর কর্তন করায় আয়কর বাবদ ১০,৮২,৬৫১ টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ৩২,৪৭,৯৫৪ টাকা মোট (১০,৮২,৬৫১+ ৩২,৪৭,৯৫৪)=৪৩,৩০,৬০৫ টাকা রাজস্ব বকেয়া রয়েছে। [পরিশিষ্ট-৪ (২)]।

- (গ) ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ০৩-০৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিমানবন্দর ক্লিনিং কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার মেসার্স প্যাসিফিক চ্যানেল এর বিল ভাউচার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং- ০৭/মূসক/২০১২ তারিখ-৭-৬-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক ভবন মেঝে ও অঙ্গন পরিস্কারের বিলে ভ্যাট বাবদ কর্তন যোগ্য ১৫% এর স্থলে ৪.৫০% কর্তন করা হয়েছে। ফলে সরকার ২,৬৩,৪৬৬ টাকা রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে [পরিশিষ্ট-৪(৩)]।

- (ঘ) পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বেবিচক, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ২৪-৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১০-৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিমানবন্দর ক্লিনিং কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার মেসার্স এ,কে ট্রেডার্স লিঃ এর বিল/ভাউচার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-০৭/মূসক/২০১২ তারিখ-৭-৬-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক ভবন মেঝে ও অঙ্গন পরিস্কার এর বিলে ভ্যাট বাবদ কর্তনযোগ্য ১৫% এর স্থলে ২.২৫% হারে কর্তন করা হয়েছে। ফলে সরকার ২১,৯০,১১১ টাকা রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। [পরিশিষ্ট-৪ (৪)]।

- এক্ষেত্রে সর্বমোট আয়কর ও ভ্যাটের পরিমান (৭২,৪২,৮৭০+৪৩,৩০,৬০৫+২,৬৩,৪৬৬+ ২১,৯০,১১১) = ১,৪০,২৭,০৫২ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- (ক) ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। প্রমাণকসহ পরবর্তীতে জবাব দেওয়া হবে।

- (খ) নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেওয়া হবে।

- (গ) কাগজপত্র পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে জবাব প্রদান করা হবে।

- (ঘ) আপত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং চুক্তিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তী জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। অডিটি প্রতিষ্ঠান ভ্যাট ও আয়করের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা এবং সংশ্লিষ্ট সিএও কার্যালয়ের হিসাবভূক্তির প্রমাণক দেখাতে পারেনি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১২ তাং-৭-৬-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক পরিচ্ছন্ন কাজের জন্য ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ধারা ৫২ (এ) মোতাবেক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত পরামর্শকদের মাসিক ফি হতে ১০% হারে আয়কর কর্তন করতে হবে। কিন্তু উক্ত বিধি মোতাবেক ঠিকাদারের নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৪ খ্রিঃ ১৩-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ১১-০৬-২০১৪ খ্রিঃ এবং ১০-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০৯-২০১৪ খ্রিঃ এবং ২৮-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, গত ১৬-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে কম কর্তনকৃত ভ্যাট ও আয়কর সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব প্রেরণে জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিএএবিকে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক এ দপ্তরে প্রেরণ না করায় সিএএবি'র জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। তদ্‌প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের মন্তব্য গত ০১-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে আর কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ভ্যাট ও আয়কর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৫

শিরোনাম ঃ দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে ধারাবাহিকভাবে ৩ বছর শুধুমাত্র ১০% মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ইজারা প্রদান করায় ৬৩,২২,৫৭,৭৮৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ পরিচালক, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বেবিচক, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের হিসাব ২০-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আন্তর্জাতিক আগমনী ও বহির্গমন কনকোর্স হলে প্রবেশকারি দর্শনার্থীদের নিকট হতে প্রবেশ ফি আদায়ের জন্য ইজারা সংক্রান্ত নথি এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উল্লেখিত ২টি কনকোর্স হলের ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দরপত্র আহবানের মাধ্যমে পুনঃ ইজারা প্রদান করা হয়নি। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে দরপত্র আহবান না করে এবং সর্বশেষ আহবানকৃত দরপত্র বাতিল করে প্রতিবার শুধুমাত্র ১০% মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট ৩ বার ইজারার মেয়াদ নবায়ন করায় পূর্ববর্তী দরপত্র আহবানে প্রাপ্ত মূল্য বা ইজারা মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় ৬৩,২২,৫৭,৭৮৩ টাকা ক্ষতি হয়েছে। [পরিশিষ্ট (৫)]।
- ১-৮-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৫-১১-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে আগমনী কনকোর্স হল টেন্ডারের মাধ্যমে (১,৫০,০০,০০০ + ভ্যাট আয়কর ৩০,০০,০০০)= ১,৮০,০০,০০০ টাকা ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুনরায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৬-১১-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৫-১১-২০১০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে (২,৭৫,০০,০০০+ ভ্যাট ও আয়কর ৫৫,০০,০০০)=৩,৩০,০০,০০০ টাকায় ইজারা প্রদান করা হয়। ফলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ইজারা মূল্য বৃদ্ধির হার ৮৩.৩৩%। অথচ এর পরবর্তী আরও ৩ বছর প্রতি বছর মাত্র ১০% ইজারা মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে একই ইজারা গৃহীতার সাথে আগমনী কনকোর্স হলের ইজারা নবায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ ইজারা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইজারা মূল্য বৃদ্ধি পায় ৮৩.৩৩%। কিন্তু এক্ষেত্রে ইজারা বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে শুধু মাত্র প্রতিবছর ১০% ইজারা মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ইজারা চুক্তি নবায়ন করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নম্বর	নবায়ন	ইজারা সময়কাল	নবায়নের পূর্বে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রদত্ত ইজারা মূল্য	ভ্যাট ও আয়কর	নবায়নের পূর্বে মোট ইজারা মূল্য	১০% বৃদ্ধিতে প্রদত্ত ইজারা মূল্য (ভ্যাট ও আয়কর সহ)	৮৩.৩৩% বৃদ্ধিতে ইজারা মূল্য	৮৩.৩৩% এর স্থলে ১০% মূল্য বৃদ্ধিতে নবায়ন করায় ক্ষতির পরিমান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	(৮-৭)=৯
১.	--	১-৮-০৮ হতে ১৫-১১-০৯ (বর্ধিত সময় সহ)	১,৫০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	১,৮০,০০,০০০	--	--	--
২.	--	১৬-১১-০৯ হতে ১৫-১১-১০	২,৭৫,০০,০০০	৫৫,০০,০০০	৩,৩০,০০,০০০	--	--	--
৩.	১ম	১৬-১১-১০ হতে ১৫-১১-১১	--	--	--	৩,৬৩,০০,০০০	(৩,৩০,০০,০০০+ মূল্য বৃদ্ধি ৮৩.৩৩%)= ৬,০৪,৯৮,৯০০	২,৪১,৯৮,৯০০
৪.	২য়	১৬-১১-১১ হতে ১৫-১১-১২	--	--	--	৩,৯৯,৩০,০০০	(৬,০৪,৯৮,৯০০+ মূল্য বৃদ্ধি ৮৩.৩৩%)= ১১,০৯,১২,৬৩৩	৭,০৯,৮২,৬৩৩
৫.	৩য়	১৬-১১-১২ হতে ১৫-১১-১৩	--	--	--	৪,৩৯,২৩,০০০	(১১,০৯,১২,৬৩৩+ মূল্য বৃদ্ধি ৮৩.৩৩%)= ২০,৩৩,৩৬,১৩০	১৫,৯৪,১৩,১৩০
							উপমোট=	২৫,৪৫,৯৪,৬৬৩

- অপরদিকে ১-৮-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৫-১১-২০০৯ খ্রিঃ সময়কালে বহির্গমন কনকোর্স হল টেন্ডারের মাধ্যমে (২,১০,০০,০০০+৪২,০০,০০০)=২,৫২,০০,০০০ টাকার ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ায় পুনরায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৬-১১-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৫-১১-২০১০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে (৩,৯০,০০,০০০+ ভ্যাট ও আয়কর ৭৮,০০,০০০)=৪,৬৮,০০,০০০ টাকায় ইজারা প্রদান করা হয়। ফলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ইজারা মূল্য বৃদ্ধির হার ৮৫.৭১%। অথচ এর পরবর্তী আরও ৩ বছর প্রতি বছর মাত্র ১০% ইজারা মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে একই ইজারা গ্রহীতাকে বহির্গমন কনকোর্স হলের ইজারা নবায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ ইজারা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইজারা মূল্য বৃদ্ধি পায় ৮৫.৭১%। কিন্তু এক্ষেত্রে ইজারার বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে শুধুমাত্র ১০% ইজারা মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবছর ইজারা চুক্তি নবায়ন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নম্বর	নবায়ন	ইজারা সময়কাল	নবায়নের পূর্বে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রদত্ত ইজারা মূল্য	ভ্যাট ও আয়কর	নবায়নের পূর্বে মোট ইজারা মূল্য	১০% বৃদ্ধিতে প্রদত্ত ইজারা মূল্য (ভ্যাট ও আয়কর সহ)	৮৫.৭১% বৃদ্ধিতে ইজারা মূল্য	৮৫.৭১% এর স্থলে ১০% মূল্য বৃদ্ধিতে নবায়ন করায় ক্ষতির পরিমান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	(৮-৭)=৯
১.	--	১-৮-০৮ হতে ১৫-১১-০৯ (বর্ধিত সময় সহ)	২,১০,০০,০০০	৪২,০০,০০০	২,৫২,০০,০০০	--	--	--
২.	--	১৬-১১-০৯ হতে ১৫-১১-১০	৩,৯০,০০,০০০	৭৮,০০,০০০	৪,৬৮,০০,০০০	--	--	--
৩.	১ম	১৬-১১-১০ হতে ১৫-১১-১১	--	--	--	৫,১৪,৮০,০০০	(৪,৬৮,০০,০০০ + মূল্য বৃদ্ধি ৮৫.৭১%) = ৮,৬৯,১২,২৮০	৩,৫৪,৩২,২৮০
৪.	২য়	১৬-১১-১১ হতে ১৫-১১-১২	--	--	--	৫,৬৬,২৮,০০০	৮,৬৯,১২,২৮০ + মূল্য বৃদ্ধি ৮৫.৭১%) = ১৬,১৪,০৪,৭৯৫	১০,৪৭,৭৬,৭৯৫
৫.	৩য়	১৬-১১-১২ হতে ১৫-১১-১৩	--	--	--	৬,২২,৯০,৮০০	(১৬,১৪,০৪,৭৯৫+ মূল্য বৃদ্ধি ৮৫.৭১%) = ২৯,৯৭,৪৪,৮৪৫	২৩,৭৪,৫৪,০৪৫
							উপমোট=	৩৭,৭৬,৬৩,১২০

- অতএব ইজারা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইজারা প্রদান না করে ১০% ইজারা মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ইজারা চুক্তি নবায়ন করায় মোট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (২৫,৪৫,৯৪,৬৬৩+ ৩৭,৭৬,৬৩,১২০) = ৬৩,২২,৫৭,৭৮৩ টাকা।

- দরপত্রের চুক্তির ১নং শর্তানুযায়ী চুক্তির মেয়াদ ১ বছর। দরপত্রে চুক্তির ৩৫নং শর্তানুযায়ী ১ বছর পরে ইজারা মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু দরপত্রের চুক্তিতে ইজারা চুক্তি নবায়নের ব্যাপারে কোন শর্তের উল্লেখ নেই।

- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) ইজারা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত ৮৪ তম, ৮৬ তম ও ৯১ তম পর্ষদ সভার ১ ও ৫ নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন বিমানবন্দরের অভ্যর্থনা হল/দর্শক গ্যালারী/কারপার্কিং/পাবলিক টয়লেট শুধুমাত্র টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে ১ (এক) বৎসর মেয়াদে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিকট ইজারা দেওয়া যাবে।

- অনুন্নয়ন খাতে আর্থিক ক্ষমতা অর্পন ও পুনঃ অর্পন সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যয়নিঃ-১/ডিপি-১/২০০০/১৩ তারিখ ঃ ০৩-০২-২০০৫ খ্রিঃ এর সাথে সংযুক্ত আর্থিক ক্ষমতার সাব ডেলিগেশনের নতুন সংস্করনের ক্রমিক নং-৬ (চ) মোতাবেক বিভাগীয় প্রধান ১ (এক) বৎসরের জন্য প্রকাশ্যে নিলাম/টেন্ডার/কোটেশনের মাধ্যমে অন্যান্য ভাড়া/ইজারার আওতায় আলোচ্য কনকোর্স হলের ইজারা প্রদান করতে পারেন।

- এক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত, অর্থ বিভাগের উক্ত নির্দেশনা ও বেবিচক এর ইজারা বিষয়ক নীতিমালার নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ইজারা গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পূর্ববর্তী বৎসরের ইজারা মূল্যের উপর ১০% বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইজারা নবায়ন দেওয়া হয়। এতে কর্তৃপক্ষের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৩য় বার মেয়াদ বৃদ্ধির পূর্বে অর্থাৎ সর্বশেষ আহবানকৃত দরপত্র বাতিলের কারণ জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। অপরদিকে আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিভাগীয় প্রধান শুধুমাত্র দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ১ (এক) বৎসর মেয়াদে আলোচ্য কনকোর্স হলের ইজারা প্রদান করতে পারেন। অথচ এক্ষেত্রে মোট ৩ (তিন) বার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগের কোন অনুমোদন নেওয়া হয়নি।
- এক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে সমঝোতার মাধ্যমে প্রতিবার শুধুমাত্র ১০% মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ৩ বার ইজারার মেয়াদ নবায়ন করায় পূর্ববর্তী দরপত্র আহবানে মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় আপত্তি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, গত ০৯-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে কোন ইজারা প্রদান না করে ৩ বার ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহ পুনঃ জবাব প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিএএবিকে অনুরাধ করা হয়। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় এ কার্যালয়ের মন্তব্য ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আপত্তি অনুযায়ী ক্ষতিসাধনকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৬

শিরোনাম	ঃ	বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট রুট নেভিগেশন চার্জ বাবদ ১১,৬৩,৪৮০ মার্কিন ডলার বকেয়া। কর্তৃপক্ষ রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত।
বিবরণ	ঃ	• পরিচালক, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বেবিচক, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের হিসাব ২০-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ৯টি এয়ারলাইন্স এর নিকট বকেয়া পাওনার হিসাব/নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উল্লেখিত ৯টি এয়ারলাইন্সের নিকট রুট নেভিগেশন চার্জ বাবদ বকেয়া ১১,৬৩,৪৮০ মার্কিন ডলার আদায় না করায় কর্তৃপক্ষ রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে [**পরিশিষ্ট (৬)**]।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• বকেয়া অর্থ/ডলার আদায়ের জন্য তাগিদপত্র প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। অর্থ/ডলার আদায় হলে অডিটকে অবহিত করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	• জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য সময়মত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের বকেয়া নিরীক্ষাচলাকালীন সময় পর্যন্ত অনাদায়ী রয়েছে। • উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, গত ০৯-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে সিএএবি টাকা আদায় হয়েছে মর্মে উল্লেখ করলেও যথোপযুক্ত প্রমাণক উপস্থাপন না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। তদ্প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের মন্তব্য ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৭

শিরোনাম	ঃ	**বিলুপ্ত ব্যাংকের দায়িত্ব গ্রহণকারী বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট হতে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতার দরুন ৬,০০,০৫,২০০ টাকা ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	• চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) ঢাকা, কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের হিসাব ১২-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৯-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে কর্তৃপক্ষের তহবিল বিনিয়োগ এবং এনক্যাশমেন্ট (নগদায়ন) সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিরীক্ষাধীন অফিস কর্তৃক ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে দি ওরিয়েন্ট ব্যাংক গুলশান শাখায় সর্বমোট ৪,৩৭,৭৪,৪০০ টাকা বাৎসরিক ১২.৫০% সুদের শর্তে বিনিয়োগ করা হয়।
		• বিনিয়োগকালীন সময়ে বর্ণিত ব্যাংক বিলুপ্ত হওয়ায় আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিঃ কে উপরোক্ত ব্যাংকের সমুদয় দায়-দেনা পরিশোধের শর্তে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়।
		• পরবর্তীতে আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ৪,৩৭,৭৪,৪০০ টাকার মধ্যে ১,৬৬,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করায় অনাদায়ী রয়েছে (৪,৩৭,৭৪,৪০০-১,৬৬,০০,০০০)=২,৭১,৭৪,৪০০ টাকা। উক্ত টাকা অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি। [**পরিশিষ্ট-৭(১)**]।
		• দ্বিতীয়তঃ আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর নিকট ২০০৬-২০০৭ হতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত উক্ত টাকার উপর সুদ বাবদ ৩,২৮,৩০,৮০০ টাকা অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি [**পরিশিষ্ট-৭ (২)**]।
		• এক্ষেত্রে আসল (পরিশিষ্ট-৭(১) এবং সুদ (পরিশিষ্ট-৭ (২) বাবদ সর্বমোট (২,৭১,৭৪,৪০০+৩,২৮,৩০,৮০০)= ৬,০০,০৫,২০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• নথিপত্র পর্যালোচনা করে জবাব প্রদান করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	• জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সাময়িকভাবে দায়িত্ব এড়ানোর জন্য এধরনের তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান করা হয়েছে।
		• উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, গত ১২-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। আইসিবি ইসলামী ব্যাংক আমনতকারীকে অর্থ কিস্তিতে ফেরত প্রদান করছে মর্মে সিএএবি জবাবে উল্লেখ করলেও সম্পূর্ণ টাকা আদায়ের প্রমাণক উপস্থাপন না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। তদ্‌প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের মন্তব্য গত ২৬-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• বিনিয়োগকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট থেকে আদায়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
		• দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে উক্ত টাকা আদায় পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৮

শিরোনাম	ঃ	এক কোটি বা তদুর্ধ্ব কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে এবং পত্রিকায় প্রকাশ/প্রচার ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে চুক্তি সম্পাদন/কার্যাদেশ প্রদান।
বিবরণ	ঃ	• নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল বিভাগ-৩, বেবিচক, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ০৩-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১০-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, সিলেট ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে রানওয়ের উপরের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ বিটুমিনাস ইমালশন দ্বারা এস,এইচ, পেইন্টিং কাজ এবং পুরাতন রানওয়ের প্রান্ত সীমার এস এইচ ইমারজেন্সী অপারেশন কাজসহ মোট ২টি কাজ কোটি টাকার উর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে এবং পত্রিকায় প্রকাশ/প্রচার ব্যতিরেকে ৩,৩৮,০৪,৬১৫ টাকার চুক্তি সম্পাদন/কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত কাজ দুটির ক্ষেত্রে ক্রয় প্রক্রিয়া সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ ও ৬৩ এর পরিপন্থিভাবে কাজ/চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। [পরিশিষ্ট (৮)]।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। নথিপত্র ও চুক্তিপত্র পর্যালোচনান্তে পরবর্তীতে জবাব দেওয়া হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	• জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়নি এবং অডিটি প্রতিষ্ঠান এ সম্পর্কিত কোন প্রমাণক দেখাতে পারেনি। তাছাড়া দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত কোন পত্রিকায় প্রকাশ/প্রচার করা হয়নি এবং পিপিআর বিধির পরিপন্থিভাবে কাজ করা হয়েছে। • উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে আর কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বকেয়া টাকা আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(নূরুন নাহার)

মহাপরিচালক

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৬/২০১৭-২৭৩৮কম/এ—৭১৩ বই, ২০১৬।